ভোরের কাগজ

05 NOV 1998

হামলা-ভাঙচুরের ঘটনায় শহর থমথমে

ছাত্রদলের কোন্দল : ময়মনসিংহে বিএনপি নেতাসহ গুলিবিদ্ধ ৩ জন

ময়মনসিংহ থেকে সংবাদদাতা : জেলা ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে গত মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে শহরের শ্যামাচরণ রায় রোডের একটি দোকানে দুজন ছাত্রদল ও ১জন বিএনপি নেতাসহ ৩ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। এ সময় সশাস্ত্র যুবকরা দুটি ফটোস্ট্যাট মেশিন, একটি স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিনসহ বেশকটি দোকানে হামলা চালিয়ে ভাচুর করে।

ছাত্রদলের তান্না গ্রুপের সদস্যরা জানান, গত মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে ছাত্রদলের মোতাহার গ্রুপের সদস্যরা বন্দুক ও ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাবা কমপ্লেক্স নামের একটি দোকানে অতর্কিতে হামলা চালায়। এ সময় দোকানের ভিতরে বসে থাকা শহর বিএনপির সদস্য জুলফি (৩৫), জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি তান্না (৩০) ও সিনিয়র যুগ্মসম্পাদক রতন আকন্দকে লক্ষ্য করে সশস্ত্র যুবকরা বন্দুকের কার্তুজ দিয়ে গুলি চালায় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত করে। তারা উক্ত দোকানের দুটি ফটোস্ট্যাট মেশিন ও একটি স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিনসহ বেশ কটি দোকানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। এসময় ৮/১০ রাউন্ড ফাঁকা গুলিসহ বেশ কটি ককটেল ফাটিয়ে তারা নির্বিঘ্নে চলে যায়। পরে গুরুতর অবস্থায় জুলফি, তান্না ও রতনকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়। তাদের সবার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

গত ৫ বছর যাবৎ জেলা ছাত্রদলের কমিটি না থাকায় তান্না গ্রুপ নতুন কমিটি গঠনের দাবিতে সম্মেলন করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। গত ২১ সেপ্টেম্বর স্থানীয় অর্কিড কমিউনিটি সেন্টারে জেলা ছাত্রদল তাদের সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণের জন্য সাধারণ সভা আহ্বান করে। কিন্তু মতবিরোধের কারণে সভা চলাকালীন সময় উভয় গ্রুপ সংঘর্ষে লিপ্ত হলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় সভা পণ্ড হয়ে যায়।

তান্না জেলা ছাত্রদলের সম্ভাব্য সভাপতি ও রতন আকন্দ সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিলে মোতাহার গ্রুপ তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় তাদের ওপর এই হামলা চালায় বলে তান্না গ্রুপের সদস্যরা জানান। এই ঘটনার পর থেকে শহরে থমথমে ভাব বিরাজ করছে। শহরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।